চতুর্থ অধ্যায়

আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার বিধান

ভূমিকা

ফতওয়া

আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করা উম্মতের উপর ফরজে আইন

কিতাবুল্লাহ থেকে দলীল:

দলীল নং ১:

"তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে..."

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ব্যখ্যা:

দলীল নং ২:

"আর তোমাদের কী হলো! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না"

শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দী (রহঃ) এর ব্যাখ্যা:

দলীল নং ৩:

"তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন..."

মুহাম্মাদ আলী সবূনী (রহঃ) এর তাফসীর:

সুন্নাহ থেকে দলীল:

দলীল নং ১:

“তোমরা দ্বীনে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তা সরিয়ে নিবেন না”

দলীল নং ২:

“সে নেফাকের একটি স্তরে মৃত্যুবরণ করলো”

দলীল নং ৩:

“আর যখন তোমাদেরকে বের হতে বলা হয়, তখন বের হয়ে পড়ো”

ইজমা থেকে দলীল:

চার মাযহাবের ফকীহগণের (রহঃ) ফতওয়া:

ফিকহে হানাফী:

১. আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৩. আল্লামা আবূ বকর আল-কাসানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৪. আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৫. আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) এর ফতওয়া:

৬. আল্লামা মূসিলী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৭. ইমাম যা'লায়ী (রহঃ) এর ফতওয়া:

ফিকহে শাফি'ঈঃ

১. আল্লামা রমালী (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. ইমামুল হারামাইন (রহঃ) এর ফতওয়া:

৩. আল্লামা খতীব শারবিয়ানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৪. আল্লামা মাওয়ারিদী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৫. ইমাম নববী (রহঃ) এর ফতওয়া:

ফিকহে মালিকী:

১. আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

ফিকহে হাম্বলী:

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. ইমাম ইবনে কুদামা (রহঃ) এর ফতওয়া:

উম্মাহর অন্যান্য ফুকাহাগণের মতামত:

১. শায়েখ হাসানুল বান্না শহীদ (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. ইবনে আতিয়্যা (রহঃ) এর ফতওয়া:

জাহেরী ফুকাহাগণের ফতওয়া:

আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ) এর ফতওয়া:

ফতওয়া নং ১:

ফতওয়া নং ২:

ফতওয়া নং ৩:

সমকালীন আরব আলেমগণের ফতওয়া:

১. হামূদ বিন উকলা আশ-শু‘আইবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান (দাঃ বাঃ) এর ফতওয়া:

৩. শায়েখ সলেহ আল মুনাজ্জিদ (রহঃ) এর ফতওয়া:

মুজাহিদীন আলেমগণের ফতওয়া:

১. শহীদে উম্মত আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. শায়েখ শহীদ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

কেয়াস থেকে দলীল:

এক. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে কেয়াস।

দুই. ফুকাহাগণের অভিমত থেকে কেয়াস।

চতুর্থ অধ্যায়

আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার বিধান

সূচনা

আমরা মুসলমান। আমাদের রয়েছে সোনালী অতীত। গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। একদিন অর্ধ জাহান শাসন করেছি আমরা। পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তে ঘোড়া ছুটিয়েছে আমাদের বীরেরা। আমাদের দেহ ছিল তেজদীপ্ত। শির ছিল উন্নত। সেদিন আমাদের খুনে স্ফুলিঙ্গ উঠতো, নিঃশ্বাস লাভা ছড়াতো। সন্ধ্যাবেলা আমরা তাবুতে ফিরতাম ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে, রক্তাক্ত বদনে। তথাপি গভীর রজনীতে আমাদের তাবুগুলো থেকে ভেসে আসতো কান্নার ধ্বনি। কন্টকাকীর্ণ দুর্গমগিরি আমাদের কাফেলাকে রুখতে পারেনি। তেমনি পারেনি সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা।

সমুদ্রবুকে ঘোড়া হাঁকানো সেতো আমাদের গর্ব। গভীর জঙ্গলে হিংস্র হায়েনার সাথে সহাবস্থান সেতো আমাদের ঐতিহ্য। এভাবেই ইতিহাসের পরতে পরতে আমরা জন্ম দিয়েছি অবিশ্বাস্য নানা বিশ্বাসের। এক অসহায় বোনের আহবানে সাড়া দিতে সুদূর ইরাক থেকে হিন্দুস্থানে আমরা ছুটে আসতাম। পৃথিবীর কোথাও আমাদের কেউ লাঞ্চিত হবে এটি ছিল অকল্পনীয়। আমাদের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে এটা ছিল অসম্ভব।

কিন্তু আজ সবই অতীত ইতিহাস। যেন রুপকথার গল্প। পূর্বসুরীদের রক্তে অর্জিত ইসলামের ভূখন্ডগুলো আজ কাফেরদের করতলে। তারা একের পর এক আমাদের ভূখন্ডগুলোতে আক্রমণ চালাচ্ছে। মুসলমান নারী-শিশুদেরকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে তাদের পাশবিক জিঘাংসা মেটাচ্ছে। তাদের কালো থাবা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না মসজিদ মাদ্রাসাগুলো। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত প্রথম কেবলা বাইতুল মাকদিস আজ ইয়াহুদিদের নখরাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। মসজিদে হারামের চারদিকে খৃষ্টান হায়েনারা লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চতুর্দিকে আধার, ঘন কালো মেঘ। আজ আফিয়া, ফাতেমার আহবানে সাড়া দিয়ে ইরাক থেকে হিন্দুস্থানে বা হিন্দুস্থান থেকে ইরাকে ছুটে যায় না বিন

কাসেমের মতো কোনো ভাই, তারেকের মত কোনো বীর। কিন্তু মুসলিম মা বোনের ইজ্জত বাচাঁতে, মাসুম ভাইদের খুনের বদলা নিতে, বাইতুল মাকদিসসহ আল্লাহর সকল ঘর রক্ষা করতে, যবরদখলকৃত সকল ভূমি ফিরিয়ে আনতে, আল্লাহর জমিনে পুনরায় কালিমার পতাকা উড়াতে আমাদের কি কোনো দায়িত্ব নেই? কি সেই দায়িত্ব? তা নিয়েই আমাদের এ অধ্যায়।

ফতওয়া

কাফেররা যদি কোনো একটি মুসলিম ভূখন্ডে আগ্রাসন চালায় তখন সে ভুখন্ডের অধিবাসীদের উপর কিতাল ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি তারা শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে তাদের নিকটবর্তীদের উপর সাহায্য করা ওয়াজিব হয়। এভাবে বিধানটি ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে যদিও তা পুরো পৃথিবীকেই অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও ক্বিয়াস থেকে দলীল:

কুরআন থেকে দলীল:

দলীল নং ১:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন আর তোমরা জানো না।
(সূরা বাকারা:২১৬)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) উপরুক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন:

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن يكُفُّوا شرّ الأعداء عن حَوْزة الإسلام.

وقال الزهري: الجهادُ واجب على كلّ أحد، غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إذَا استعين أن يَعينَ، وإذا استُغيثَ أن يُغيثَ، وإذا استُنْفرَ أن ينفر، وإن لم يُحتَجْ إليه قعد.

قلت: ولهذا ثَبَت في الصحيح "من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية" . وقال عليه السلام يوم الفتح: "لا هجرة، ولكن جهاد ونيَّة، إذا استنفرتم فانفروا" .

এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর জিহাদকে আবশ্যক করেছে। যাতে তারা ইসলামী ভূখন্ড থেকে শত্রুদের চক্রান্ত প্রতিরোধ করে। জুহরী (রহঃ) বলেছেন: "সকলের উপরই জিহাদ ওয়াজিব চাই সে জিহাদ করুক অথবা না করুক। তার কাছে যদি সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া হয়, তাহলে সাহায্য সহযোগিতা করা, আর যদি বের হতে বলা হয় তাহলে বের হয়ে যাওয়া ফরজে আইন হয়ে যায়। আর যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে বিরত থাকবে।" আমি বলি, এ কারণেই সহীহ হাদিসে এসেছে, "যে মৃত্যুবরণ করলো অথচ জিহাদ করলো না অথবা কোনো যুদ্ধের ইচ্ছাও পোষণ করলো

না, সে জাহিলী মৃত্যুবরণ করলো|” একইভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, “হিজরত নেই তবে জিহাদ ও নিয়্যত অবশিষ্ট আছে৷ যখন তোমাদেরকে বের হতে বলা হবে তোমরা বের হয়ে পড়বে৷” [তাফসীরে ইবনে কাছীর,খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৫৭২]

দলীল নং ২:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

আর তোমাদের কী হলো! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না৷ অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, “হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম৷ আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন৷ আর নির্ধারণ করে দিন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী|” (সূরা নিসা: ৭৫)

শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দী (রহঃ) উপরুক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন:

هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: { وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها،

فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء.

এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার মুমিন বান্দাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে। তার রাস্তায় সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য উদ্বেলিত করছে। কেননা সশস্ত্র যুদ্ধ তাদের উপর ফরজে আইন হয়ে গেছে। সাথে সাথে তাদেরকে জিহাদ তরকের ব্যাপারে চরম ভৎর্সনা করছে। তিনি বলছেন: "আর তোমাদের কী হলো! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না|" অথচ অসহায় দুর্বল নারী, পুরুষ, শিশুরা পাচ্ছে না কোনো অবলম্বন বা কোনো পথ। সাথে সাথে তাদেরকে শত্রুদের থেকে ভোগ করতে হচ্ছে চরম অত্যাচার। তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করছে, তিনি যাতে তাদেরকে এই অধিবাসীদের থেকে বের করে নিয়ে যান। যে অধিবাসীরা শিরক ও কুফর করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। শাস্তি দিয়ে ও আল্লাহর রাস্তায় বাধা দিয়ে মুমিনদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। দ্বীনের দাওয়াত ও হিজরত থেকে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে মিনতি জানাচ্ছে, তিনি যেন তাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রেরণ করেন, যে তাদেরকে এই অত্যাচারী শাসকের অধ্যুষিত স্থান থেকে রক্ষা করবে।

সুতরাং এটিতো সে প্রকারের জিহাদ যাতে তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও আত্নীয়-স্বজনদেরকে রক্ষার্থে যুদ্ধ করবে।

এটি তো ঐ যুদ্ধ নয় যাতে নিজেদের পক্ষ থেকে কাফেরদের উপর আক্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়, যদিও এই প্রকারের জিহাদে রয়েছে মহাসফলতা, তার থেকে পশ্চাৎগামীদের উপর রয়েছে চরম ভৎর্সনা। কিন্তু যে জিহাদ দুর্বলদেরকে রক্ষা করতে হয়, তাতে রয়েছে সবচেয়ে বেশী প্রতিদান ও উপকারিতা, কেননা এতে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হয়। [তাফসীরে সা'দী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:১৮৭]

দলীল নং ৩:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা তাওবা: ৩৯)

মুহাম্মাদ আলী সবূনী (রহঃ) উপরুক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন:

[**إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما**] أى ان لا تخرجوا الى الجهاد مع رسول الله ، يعذبكم الله عذابا اليما موجعا ، باستيلاء العدو عليكم في

الدنيا ، وبالنار المحرقة في الاخرة ، وقال ابن عباس : هو حبس المطر عنهم

[**ويستبدل قوما غيركم**] اي يهلككم ويستبدل قوما اخرين خيرا منكم ، يكونون اسرع استجابة لرسوله واطوع

[**ولا تضروه شيئا**] اي ولا تضرون الله شيئا بتثاقلكم عن الجهاد ، فانه سبحانه غني عن العالمين

“যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন” অর্থাৎ তোমরা যদি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জিহাদে বের না হও, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন, দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দিয়ে। আর পরকালে জ্বলন্ত আগুন দিয়ে। ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) বলেন, শাস্তিটি হলো তোমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন।

“এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনয়ন করবেন” অর্থাৎ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অপর এক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। যারা রসূলের আহবানে ক্ষিপ্রতার সাথে সাড়া দেবে এবং তার আনুগত্য করবে।

“আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না” অর্থাৎ জিহাদে অবহেলা প্রদর্শন করে তোমরা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা আল্লাহ তা‘আলা জগতসমূহ থেকে অমুখাপেক্ষী। [সফওয়াতুত তাফাসীর, দেখুন:উক্ত আয়াতের তাফসীর]

<u>সুন্নাহ থেকে দলীল</u>

দলীল নং ১:

إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

যখন তোমরা পরস্পর ঈনা নামক সুদি ব্যবসা করবে, গাভীর লেজ ধরে থাকবে, কৃষিকাজে মনোনিবেশ করবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, তোমরা দ্বীনে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তা সরিয়ে নিবেন না। [আবু দাউদ, ৩৪৬৪]

দলীল নং ২:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من مات و لم يغز و لم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق

আবূ হুরায়রা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো কিন্তু যুদ্ধ করলো না এবং যুদ্ধের ইচ্ছাও পোষণ করলো না, সে নেফাকের একটি স্তরে মৃত্যু বরণ করলো। (মুসলিম শরীফ, ৫০৪০)

দলীল নং ৩:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا) (البخاري برقم: 2783 ومسلم برقم: 1353).

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (মক্কা) বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত রয়ে গেছে৷ আর যখন তোমাদেরকে বের হতে বলা হয় তখন বের হয়ে পড়ো। (বোখারী শরীফ:২৭৮৩, মুসলিম শরীফ:১৩৫৩)

ইজমা থেকে দলীল:

চার মাযহাবের ফকীহগণের (রহঃ) ফতওয়া:

ফিকহে হানাফী:

১.আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) এর ফতওয়া:

ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، و لم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لاخلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين و سبي ذراريهم (أحكام القرآن : 4 /312)

সকল মুসলমানদের প্রসিদ্ধ আকীদা হলো, যখন সীমান্তবর্তী মুসলমানেরা শত্রুর আশংকা করবে, আর তাদের মাঝে শত্রু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকবে, তারা নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ ও জানের ব্যাপারে শংকাগ্রস্থ হবে, এমতাবস্থায় পুরো উম্মাহর উপর ফরজ হয়ে যায়, যে ব্যক্তিই শত্রুদের ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম সে জিহাদে বের হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উম্মাহর মাঝে কোনো দ্বিমত বিদ্যমান নেই। কেননা তাদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ, এটা কোন মুসলমানের কথা হতে পারে না, যখন নাকি শত্রুরা

মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করছে। (আহকামুল কুরআন, খন্ড:৪,পৃষ্ঠা:৩১২)

২. আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج-- حاشية ابن عابدين (238/3)

যদি শত্রুরা মুসলমানদের কোনো সীমানায় আক্রমণ চালায়, তাহলে তার নিকটবর্তী যুদ্ধে সক্ষম মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে তাদের উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে তারা যদি শত্রুকে প্রতিরোধ করতে

অপারগ হয়, অথবা অপারগ না হয় কিন্তু অলসতাবশত জিহাদ ত্যাগ করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর নামাজ ও রোজার ন্যায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, যা ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়৷ এভাবে ক্রমানুসারে পূর্ব পশ্চিমের সকল মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়৷ (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২৩৮)

৩. আল্লামা আবূ বাক্‌র আল-কাসানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

فاما إذا عم النفير بان هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا قيل نزلت في النفير وقوله سبحانه وتعالى ماكان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

শত্রু কোনো দেশে আক্রমণের কারণে যখন ব্যাপকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রয়োজন পড়বে, তখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে৷ সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের উপর এই ফরজ বর্তাবে৷ কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও|" (সূরা তাওবা:৪১) বলা হয়, এই আয়াতটি যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে৷ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: "মদীনার

অধিবাসী ও তার আশপাশের মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, তারা রসূলুল্লাহ থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রসূলের জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে|” (সূরা তাওবা:১২০) [বাদায়েউস সনায়ে, খন্ড:১৫, পৃষ্ঠা:২৭১]

৪. আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده) لان المقصود عند ذلك لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل فرض عين فلا يظهر ملك اليمين ورق النكاح في حقه كما في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل ذلك لان بغيرهما مقنعا ولا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج. وأفاد خروج الولد بغير إذن والديه بالاولى، وكذا الغريم يخرج إذا صار فرض عين بغير إذن دائنه وأن الزوج والمولى إذا منعا أثما، كذا في الذخيرة. ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف، أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد لان فيه ارهابا،

শত্রু পক্ষের আক্রমণের কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। স্ত্রী তার স্বামীর, গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকেই বের হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মনিবের মালিকানা ও স্বামীর বৈবাহিক অধিকার প্রকাশ পাবে না। কেননা তখন, সকলেই রুখে না দাঁড়ালে উদ্দেশ্য অনর্জিত থেকে যাবে। তাই এক্ষেত্রে সকলের উপরই ফরজে আইন হয়ে যাবে, যেমনটি হয় নামাজ ও রোজার ক্ষেত্রে। এই হুকুমটি পূর্বের অবস্থার (ফরজে কেফায়ার) বিপরীত। কেননা তখন এরা না থাকলেও সমস্যা হয় না। তাই স্বামী ও মনিবের হক নষ্ট করার প্রয়োজন পড়ে না। এর থেকে বুঝে আসে পিতা মাতার অনুমতি ব্যতীত ছেলের বেরিয়ে পড়া আরো অধিক শ্রেয়। এমনি ভাবে ঋণ গ্রহীতাও ফরজে আইনের ক্ষেত্রে ঋণ দাতার অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে পড়বে। যদি স্বামী ও মনিব বাধা দেয়, তারা গুনাহ্গার হবে। যেমনটি "যাখীরা" (ফিকহে হানাফীর একটি প্রসিদ্ধ কিতাব) এর মধ্যে রয়েছে। তবে ফরজে আইন হওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত প্রয়োজন, আর তা হল সক্ষমতা। অন্যথায় কঠিন রুগ্ন ব্যক্তিকেও বের হয়ে পড়তে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু বের হতে সক্ষম প্রতিরোধ করতে নয়, তার জন্য উচিৎ হলো সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বের হয়ে পড়া। কেননা এর মধ্যেও রয়েছে শত্রুদের জন্য ত্রাস। [বাহরুর রায়েক, খন্ড:১৩,পৃষ্ঠা:২৮৯]

তিনি আরো লিখেন:

المراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة، وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الاسلام شرقا وغربا

এখানে উদ্দেশ্য হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট মুসলিম ভূখন্ড আক্রমণ। তাহলেই সে দেশের সকল মানুষের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তারা যথেষ্ট না হয় তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর একই হুকুম বর্তাবে। যদি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানেরাও যথেষ্ট না হয় অথবা অলসতাবশত আল্লাহর নাফরমানী করে তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। ক্রমানুসারে পূর্ব পশ্চিমের সকল মুসলমানদের উপর এই ওয়াজিব ব্যাপকতা লাভ করবে। [বাহরুর রায়েক, খন্ড:১৩,পৃষ্ঠা:২৮৯]

এমনকি তিনি এই পর্যন্ত বলেন:

امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الاسر

যদি প্রাচ্যের মধ্যে একজন মুসলিম মহিলা কারাগারে বন্দী থাকেন, তাহলে পাশ্চাত্যবাসীর উপর ওয়াজিব হবে তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি করা। [বাহরুর রায়েক, খন্ড:১৩,পৃষ্ঠা:২৯০]

৫. আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) এর ফতওয়া:

فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ وَجَبَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ الدَّفْعُ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَالْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَرِقُّ النِّكَاحِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ النَّفِيرِ ؛ لِأَنَّ بِغَيْرِهِمَا مَقْنَعًا فَلَا ضَرُورَةَ إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ

যদি শত্রুরা কোনো রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালায় তখন সকল মুসলমানের উপর প্রতিরোধ ফরজ হয়ে যায়। স্ত্রী তার স্বামীর, গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে যাবে। কেননা জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে। আর গোলামের উপর মালিকানা, স্ত্রীর উপর (স্বামীর) বৈবাহিক অধিকার ফরজে আইনের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না। যেমন নামাজ ও রোজার ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না। (ফাতহুল কাদীর, অধ্যায়:কিতাবুস সিয়ার, খন্ড:১২,পৃষ্ঠা:৩৪৮)

৬. আল্লামা মূসিলী (রহঃ) এর ফতওয়া:

الجهاد فرض عين عند النفير العام وكفاية عند عدمه، وقتال الكفار واجب على كل رجل عاقل صحيح حر قادر، وإذا هجم العدو وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة والعبد بغير إذن الزوج والسيد."

"নফীরে আমের সময়" জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। আর অন্য সময় ফরজে কেফায়া। প্রত্যেক সামর্থবান, স্বাধীন, সুস্থ ও বিবেকবান পুরুষের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব। যখন শত্রুরা আক্রমণ করে তখন সকল মানুষের উপর শত্রু-প্রতিরোধ ওয়াজিব হয়ে যায়। স্ত্রী তার স্বামীর, গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে পড়বে। (কিতাবুল ইখতিয়ার, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৪৬৯)

৭. ইমাম যা'লায়ী (রহঃ) এর ফতওয়া:

فَرْضُ عَيْنٍ إنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ فَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ فَيَجِبُ عَلَى الْكُلِّ وَحَقُّ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ النَّفِيرِ لِأَنَّ بِغَيْرِهِمْ كِفَايَةٌ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى إبْطَالِ حَقِّهِمَا وَكَذَا الْوَلَدُ يَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ."

যদি শত্রুরা আক্রমণ করে তাহলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। সুতরাং স্ত্রী তার স্বামীর, গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে পড়বে। কেননা সকলে প্রতিরোধ করা ছাড়া উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না, ফলে সকলের উপরেই ওয়াজিব হবে। আর ফরজে আইন সমূহের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও মনিবের হক্ব ধর্তব্য হবে না। তবে নফীরে আম না হলে ভিন্ন কথা। কেননা সে ক্ষেত্রে তারা ছাড়াই যথেষ্ট হয়ে যায়। তাই স্বামী ও মনিবের হক্ব নষ্ট করার প্রয়োজন পড়ে না। একইভাবে ছেলে তার পিতা মাতার অনুমতি ব্যতীতই বেরিয়ে পড়বে। [তাবয়ীনুল হাকায়েক, খন্ড:৯, পৃষ্ঠা:২৬৬]

<u>ফিকহে শাফি‘ঈ</u>

১. আল্লামা রমালী (রহঃ) এর ফতওয়া:

فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة

যদি শত্রুরা আমাদের কোনো এলাকায় প্রবেশ করে, আর আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে সফরের দূরত্বের চেয়েও কম দূরত্ব থাকে, তাহলে ঐ দেশের অধিবাসীদের উপর প্রতিরোধ করা ফরজ হয়ে যায়। এমনকি ঐ ব্যক্তিদের উপরও ফরজ হয়ে যায় যাদের উপর জিহাদ নেই। যেমন: দরিদ্র, নাবালেগ, গোলাম, ঋণগ্রহীতা, মহিলা। [নেহায়েতুল মুহতাজ, খন্ড:৮, পৃষ্ঠা:৫৮]

২. ইমামুল হারামাইন (রহঃ) এর ফতওয়া:

[فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات و وحدانا حتى انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة، ويبادرون الجهاد على الاستبداد، وإذا كان هذا دين الأمة ومذهب الأئمة فأي مقدار الأموال في هجوم أمثال هذه الاهوال لو مست إليها الحاجة وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعد لها و لم توازها]

ইসলামী শরীয়ার সকল কর্ণধারগণ একমত পোষণ করেছেন যে, যদি কাফেররা কোনো ইসলামী ভূখন্ডে অবতরণ করে তখন সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় যে, তারা দ্রুতবেগে, ক্ষিপ্র গতিতে

একাকী বা দলবদ্ধভাবে শত্রু প্রতিরোধে বের হয়ে পড়বে। এমনকি তারা এ মতে উপনীত হয়েছেন যে, গোলামরা তাদের মালিকের আনুগত্য মুক্ত হয়ে যাবে এবং সকলে স্ব-উদ্যোগে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যখন এটাই উম্মাহর দ্বীন, আইম্মাদের মাযহাব তখন প্রশ্ন আসে, এ ধরনের ভয়ঙ্কর আক্রমণের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ মাল ব্যবহার করতে হবে? (এর জবাব হলো) যদি একফোঁটা রক্ত রক্ষার জন্য পৃথিবীর সকল অর্থ ব্যয় করতে হয় তাহলে এ রক্ত ফোঁটার সামনে সকল অর্থ নগণ্য ও তুচ্ছ বলে পরিগণিত হবে। [গিয়াছাতুল উমাম, পৃষ্ঠা:১৯১]

৩. আল্লামা খতীব শারবিয়ানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين

কাফেরদের দ্বিতীয় অবস্থা হলো, তারা যদি আমাদের কোনো শহরে আক্রমণ করে, তাহলে সে শহরের অধিবাসীদের মধ্য থেকে যাদের পক্ষে সক্ষম তাদের উপর আবশ্যক হলো শত্রুকে প্রতিরোধ করা, আর সে সময় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। [একনা'য়,খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৫১০]

৪. আল্লামা মাওয়ারিদী (রহঃ) এর ফতওয়া:

ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد ,أو حضر العدو بلده تعين عليه الجهاد بلا نزاع

যাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব তাদের কেউ যদি শত্রুর সামনে উপস্থিত হয় অথবা শত্রু যদি তার শহরে প্রবেশ করে, তাহলে কোনো ধরনের দ্বিমত ব্যতীত তার উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। [আল-ইনসাফ, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:১১৭]

৫. ইমাম নববী (রহঃ) এর ফতওয়া:

والجهاد فرض عين على كل مسلم إذا انتهكت حرمة المسلمين في أي بلد فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ....لقول الله تعالى (انفروا خفافا وثقالا) ولقول معمر كان مكحول يستقبل القبلة ثم يحلف عشر أيمان أن الغزو واجب، ثم يقول ان شئتم زدتكم.

যে শহরের মধ্যে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" বিদ্যমান তাতে যদি মুসলমানদের সম্মানহানী করা হয়, তাহলে মুসলমানদের

উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমরা হালকা অথবা ভারী হও, বের হয়ে পড়ো।" মুআম্মার (রহঃ) বলেন, মাকহূল (রহঃ) কেবলামুখী হয়ে দশ বার কসম করে বলতেন, যুদ্ধ ওয়াজিব, তোমারা যদি চাও তাহলে আমি আরো বেশী করতে পারি। [আল-মাজমূ'য়, খন্ড:১৯, পৃষ্ঠা:২৬৯]

তিনি আরো বলেন:

الضرب الثاني الجهاد الذي هو فرض عين فإذا وطئ الكفار بلدة للمسلمين أو أطلوا عليها ونزلوا بابها قاصدين و لم يدخلوا صار الجهاد فرض عين....... ويجوز أن لا يحوج المزوجة إلى إذن الزوج كما لا يحوج إلى إذن السيدولا يجب في هذا النوع استئذان الوالدين وصاحب الدين"

জিহাদ ফরজে আইনের দ্বিতীয় প্রকার হলো, যদি কাফেররা মুসলমানদের কোনো ভূমিতে আক্রমণ করে অথবা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আগে বাড়ে ও সীমান্তে জমা হয় কিন্তু প্রবেশ না করে, তাহলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে, আর এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতির নেয়া, এমনি ভাবে গোলামের জন্য মনিবের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়বে না। [রওযাতুত তলেবীন, খন্ড:৪ পৃষ্ঠা:১]

ফিকহে মালিকী

১. ইমাম ইবনু আবদিল বার (রহঃ) এর ফতওয়া:

والفرض في الجهاد ينقسم أيضا قسمين: أحدهما: فرضٌ عام متعين على كل أحدٍ ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً وشباباً وشيوخاً ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج اليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط

الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام و لم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه

ফরজ জিহাদ দু'ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত ফরজে আ'ইন: যা এমন ব্যক্তির উপর ফরজ হয়:

১. যে যুদ্ধ ও প্রতিরোধ করতে এবং অস্ত্র বহন করতে সক্ষম।

২. বালেগ।

৩. স্বাধীন।

যখন শত্রুরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোনো ইসলামী ভূখন্ডে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করবে এমতাবস্থায় ঐ ভূখন্ডের সকল মুসলমানদের উপর জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব। যুবক, বৃদ্ধ, হালকা, ভারী, নির্বিশেষে সকলেই বেরিয়ে পরবে। বের হতে সক্ষম এমন কোনো ব্যক্তি পিছনে বসে থাকবে না। চাই সে যুদ্ধ করতে সক্ষম হোক বা মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সক্ষম হোক।

যদি উক্ত দেশের মুসলমানেরা প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়, তার পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর এই ওয়াজিব বর্তাবে কম-বেশী যে পরিমাণ

(ব্যক্তির) উক্ত এলাকার প্রয়োজন সে সংখ্যক বেরিয়ে পড়বে, যতক্ষণ না এই বিশ্বাস জন্মায় যে, এরা শত্রুদেরকে রুখা যায় এমন পরিমাণ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। একই ভাবে যে ব্যক্তি শত্রুর মোকাবেলায় তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হবে, এবং বুঝতে পারবে সে তাদের সাথে মিলিত হতে ও সাহায্য করতে সক্ষম, তার উপরও মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়া আবশ্যক। কেননা সকল মুসলমান তাদের বিরোধীদের জন্য এককশক্তি। আর যখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত ভূখন্ডের অধিবাসীরা তাদেরকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে তখন অন্যদের থেকেও ফরজ দায়িত্ব চলে যাবে। যদি শত্রু বাহিনী ইসলামী রাষ্ট্রের নিকটবর্তী হয় কিন্তু প্রবেশ না করে তথাপি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব। [আল-কাফী ফী ফিকহে মদীনা, পৃষ্ঠা:৪৬৩]

২. আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي: الرابعة ـ وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الاقطار، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج،

من مقاتل أو مكثر فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم.

কোনো কোনো সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যখন সকলের জিহাদে বের হয়ে পড়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, আর এটি হচ্ছে চতুর্থ অবস্থা, আর এটি তখন হয়, যখন শত্রুরা আমাদের কোনো একটি ভূখন্ডে বিজয় লাভের কারণে অথবা সীমান্তে অবতরণ করার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, আর যখন এমনটি হবে তখন ঐ এলাকার সকল অধিবাসীদের উপর জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। হালকা হোক, ভারি হোক, যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী, যার পিতা আছে পিতার অনুমতি ব্যতীতই বের হবে, আর যার পিতা নেই সেও বের হবে। বের হতে সক্ষম এমন কোনো ব্যক্তিই পিছনে থেকে যাবে না চাই সে যোদ্ধা হোক অথবা সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করুক। যদি ঐ এলাকার অধিবাসীরা শত্রুর মোকাবেলায় অপারগ হয়, তাহলে যারা তাদের নিকটবর্তী ও পার্শ্ববর্তী রয়েছে তাদের উপর দায়িত্ব বর্তাবে আক্রান্ত এলাকার অধিবাসীদের প্রয়োজন অনুপাতে বের হয়ে পড়া, যতক্ষণ না তারা জানতে পারে যে, তারা শত্রুর মোকাবেলা ও

প্রতিরোধ করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। [তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড:৮, পৃষ্ঠা:১৫১]

ফিকহে হাম্বলী

১. ইমাম ইবনে কুদামা (রহঃ) এর ফতওয়া:

ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:
1- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.
2- إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.
3- إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير.

আল্লামা ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

তিন অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়,

১. যখন দুই দল মুখোমুখি হয়ে সম্মুখ সমরে দাঁড়ায়।

২. যখন কাফেররা কোনো একটি ভূখন্ড আক্রমণ করে। তখন উক্ত ভূখন্ডের অধিবাসীদের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাদেরকে প্রতিরোধ করা ফরজ আইন হয়ে যায়।

৩. ইমাম যদি কোনো গোত্রকে জিহাদের জন্য আহবান করে। তাদের উপর বের হয়ে পড়া আবশ্যক হয়ে যায়। [মুগনী;খন্ড:৮,পৃষ্ঠা:৩৪৫]

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ফতওয়া:

إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير اليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا.

কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যদি শত্রুরা মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করে তখন ক্রমানুসারে নিকটবর্তীদের উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা সকল মুসলিম ভূখন্ড একটি ভূখন্ডের ন্যায়। পিতা ও ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীতই সেখানে যুদ্ধের জন্য গমন করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আর এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর ফতওয়া সুস্পষ্ট। [আল ফাতাওয়াল কুবরা, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৬০৮]

তিনি আরো বলেন:

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء

أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم،

আর প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ। এটি জিহাদের সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ প্রকার। মুসলমানদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষার্থে আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিরোধ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব, যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন দুনিয়া উভয়টিকে নস্যাৎ করে। ঈমান আনার পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে আর কোনো গুরুতর ওয়াজিব নেই। আর এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আর এই ব্যাপারটি, আমাদের ফুকাহাগণ ও অন্যান্য ফুকাহাগণ সর্বতোভাবে বর্ণনা করেছেন। [আল ফাতাওয়াল কুবরা, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৬০৮]

উম্মাহর অন্যান্য ফুকাহাগণের ফতওয়া:

১. শায়েখ হাসানুল বান্না শহীদ (রহঃ) এর ফতওয়া:

এ ব্যাপারে চার ইমামসহ উম্মাহর অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ফুকাহাগণের ইজমা উল্লেখ করে বলেন:

فها أنت ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين, سلفيين وخلفيين على : أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها .

হায়!! তুমি এ দলিলগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো, উম্মাহর আহলে ইলমগণ, মুজতাহিদগণ ও মুকাল্লিদগণ, সালাফগণ ও খালাফগণ একমত যে, দাওয়াত প্রচারের লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া, আর উম্মাহর উপর শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে তা ফরজে আইন। [দেখুন: শায়েখের রিসালহ:আল-জিহাদ]

২. ইবনে আতিয়্যা (রহঃ) এর ফতওয়া:

واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام، فهو حينئذ فرض عين ."اهـ.

ক্রমাণুসারে এ ব্যপারে ইজমা চলে আসছে যে, উম্মাতে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। কিছু মুসলমান তা আদায় করতে থাকলে বাকিরা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু

যদি শত্রুরা কোনো ইসলামী ভূখন্ডে অবতরণ করে তাহলে তখন তা ফরজে আইন হয়ে যায়। [তাফসীরে ইবনে আতিয়্যা, খন্ড:৮, পৃষ্ঠা:৩৪৬]

জাহেরী ফুকাহাগণের ফতওয়া:

আল্লামা ইবনে হাজাম (রহঃ) এর ফতওয়াঃ

قال تعالى { فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك } [النساء: 84] {، وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد .

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের যিম্মাদার নন!" [সূরা:আনফাল, আয়াত:৮৪] আর এই সম্বোধন প্রতিটি মুসলমানের প্রতি লক্ষ্য করেই। প্রতেকেই জিহাদের ব্যাপারে আদিষ্ট যদিও বা তার সাথে কেউ না থাকে। [মুহাল্লা, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:৩৫১]

তিনি আরো বলেন:

وَلاَ يَجُوزُ الْجِهَادُ إلاَّ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ إلاَّ أَنْ يَنْزِلَ الْعَدُوُّ بِقَوْمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يُمْكِنُهُ إعَانَتُهُمْ أَنْ يَقْصِدَهُمْ مُغِيثًا لَهُمْ ."

পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদ বৈধ হবেনা, কিন্তু যদি শত্রুরা কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করে তাহলে যে ব্যক্তিই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম তার উপর ফরজ হলো তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। [মুহাল্লা, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:২৯২]

এমনকি তিনি আরো বলেনঃ

ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار، وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم

কুফরের পর সবচেয়ে জঘন্য গোনাহ হল, মুসলিমদের কে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে নিষেধ করা এবং মুসলিমদের পবিত্র স্থানকে তাদের কাছে অর্পণ করতে আদেশ করা। [মুহাল্লা, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:৩০০]

সমকালীন আরব আলেমগণের ফতওয়া:

১. হামূদ বিন উকলা আশ-শু'আইবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وحكم الجهاد في وقتنا الحاضر أنه فرض عين على كل قادر عليه وقد أجمع علماء الأمة قديما وحديثا على أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث حالات الأولى : إذا حصر العدو بلدا من بلاد المسلمين أو احتلها والحالة الثانية : إذا حضر الصف في معركة بين المسلين والكفار والحالة الثالثة : إذا استنفره الإمام الشرعي

আমাদের সময়ে জিহাদের হুকুম হলো তা প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর ফরজে আইন। কেননা পূর্ববর্তী ও সমকালীন সকল আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, জিহাদ তিন অবস্থায় ফরজে আইন হয়ে যায়,

প্রথম. যদি শত্রুরা কোনো একটি মুসলিম দেশ অবরোধ করে রাখে অথবা দখল করে নেয়।

দ্বিতীয়. মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে সংঘঠিত লড়াইয়ে যখন উভয়পক্ষ কাতারবন্দী থাকে।

তিন. শরয়ী ইমাম যখন কাউকে লড়াইয়ের জন্য বের হতে বলে।

(দেখুনঃhttp://www.tawhed.ws/r1?i=6126&x=3nh5yxxk)

২. শায়েখ সুলাইমান আল-আলওয়ান (দাঃ বাঃ) এর ফতওয়া:

ومن الثاني قوله جل وعلا {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ {النساء75 ،إلى آخر الآية فهذه في جهاد الدفع وقد حكى ابن عبد البر والبغوي والقرطبي وشيخ الإسلام وغيرهم الإجماع على أن العدو إذا نزل ببلد من بلاد المسلمين وجب على أهل البلد مقاتلته ومدافعته حتى يطرد فإن قامت بهم الكفاية سقط الإثم عن الآخرين من المسلمين وإن لم تقم بهم الكفاية وجب على من قرب منهم مناصرتهم والمقاتلة معهم حتى يطرد العدو لأن العدو ليس له قرار في بلاد المسلمين وإذا لم يقم هؤلاء بالواجب فإن المسلمين يأثمون جميعاً

জিহাদের দ্বিতীয় প্রকার:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন: আর তোমাদের কি হলো যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না, দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে -------। [সূরা:নিসা, আয়াত:৭৫] এটি জিহাদে দেফায়ীর ব্যাপারে। ইমাম ইবনে আব্দিল বার, বাগাবী, কুরতূবী, শাইখুল ইসলামসহ অন্যান্যরা এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন, যখন শত্রুরা মুসলমানদের কোনো এক ভূমিতে আগ্রাসন চালাবে, তখন ঐ ভূমির অধিবাসীদের

উপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাদেরকে প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে যতক্ষণ না তারা বিতাড়িত হয়। যদি তারাই যথেষ্ট হয় তাহলে অন্যান্য মুসলমানেরা গোনাহ থেকে মুক্ত হবে, আর যদি তারা যথেষ্ট না হয় তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর ওয়াজিব হবে তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করা যাতে শত্রুরা বিতাড়িত হয়। কেননা শত্রুদের জন্য মুসলিম ভূমিতে অবস্থানের কোনোই অবকাশ নেই। আর যদি তারা এ ওয়াজিব আদায় না করে তাহলে সকল মুসলমানেরাই গোনাহগার হবে। (শরহু কিতাবিস সিয়াম মিন সুনানিত তিরমিজী লিল-আলওয়ান-২১৯)

৩. শায়েখ সলেহ আল মুনাজ্জিদ (রহঃ) এর ফতওয়া:

جهاد الدفاع :

فإذا نزل الكفار ببلاد المسلمين واستولوا عليها ، أو تجهزوا لقتال المسلمين فإنه يجب على المسلمين قتالهم حتى يندفع شرهم ، ويُرد كيدُهم . وجهاد الدفاع فرض عين على المسلمين بإجماع العلماء .

দেফায়ী জিহাদ: যখন কাফেররা মুসলমানদের কোনো ভূখন্ডে আগ্রাসন চালাবে এবং তার উপর কর্তৃত্ব চালাবে অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিতালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তখন মুসলমানদের উপর তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যাতে তাদের ক্ষতি দূরীভূত হয় ও চক্রান্ত নস্যাৎ হয়। আর এই প্রতিরোধমূলক জিহাদ আলেমদের ইজমা অনুযায়ী মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

(দেখুনঃ www.islam-qa.com ফাতাওয়াল ইসলাম ওয়া সুয়াল জওয়াব, সুয়াল নাম্বার-৩৪৮৩০)

মুজাহিদ আলেমগণের ফতওয়া:

১.মুজাহিদ শহীদ আবদুল্লাহ আয্যাম (রহঃ) এর ফতওয়া:

- جهاد الدفع (دفع الكفار من بلادنا) وهذا يكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالات:

أ- إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين.

ب - إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان.

ج- إذا استنفر الإمام أفراد أو قوما وجب عليهم النفير.   د - إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين.

الحالة الأولى: دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين:

ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة - التي هاجمها الكفار- وعلى من قرب منهم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم ثم على من يليهم حتى يعم فرض العين الأرض كلها.

প্রতিরোধমূলক জিহাদ অর্থাৎ কাফেরদেরকে আমাদের ভূখন্ড থেকে বের করে দেয়া ফরজে আইন। বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। আর জিহাদ কয়েক অবস্থায় ফরজে আইন হয়ে যায়:

এক. যখন দুই দল মুখোমুখি হয়ে সম্মুখ সমরে দাঁড়ায়।

দুই. যখন কাফেররা কোনো একটি ভূখন্ড আক্রমণ করে, তখন উক্ত ভূখন্ডের অধিবাসীদের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাদেরকে প্রতিরোধ করা ফরজ আইন হয়ে যায়।

তিন. ইমাম যদি কোনো গোত্রকে জিহাদের জন্য আহবান করে। তাদের উপর বের হয়ে পড়া আবশ্যক হয়ে যায়।

উপরুক্ত বিষয়গুলোতে সালফে সলেহীন ও তাদের উত্তরসুরীগণ, সকল মাযহাবের ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরগণ এবং ইসলামী ইতিহাসের সর্বকালের সর্বমতের আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, এ অবস্থায় জিহাদ ফরজ আইন হয়ে যাবে। প্রথমে ফরজ হবে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উপর যাদের ভূমিতে কাফেররা আক্রমণ করেছে। অতঃপর যারা আক্রান্ত ভূখন্ডের কাছাকাছি রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে বের হওয়ার জন্য, সন্তান তার পিতা-মাতার থেকে, স্ত্রী তার স্বামীর থেকে, গোলাম মনিবের থেকে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। যদি ঐ আক্রান্ত ভূখন্ডের মুসলমানেরা সৈন্যসংখ্যা ঘাটতি অথবা অক্ষমতা বা গাফলতীর কারণে কাফেরদেরকে তাদের ভূমি হতে বিতাড়িত করতে না পারে, তখন এই হুকুমটি তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর বর্তাবে। যদি তারাও

সক্ষম না হয় তাহলে তার নিকটবর্তীদের উপর বর্তাবে। যদি তারাও সক্ষম না হয় অথবা গাফলতি করে বসে থাকে তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর বর্তাবে। এভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে, ক্রমানুসারে ফরজটি ব্যাপকতা লাভ করবে। এমনকি এভাবে পুরো পৃথিবীকে শামিল করে নেবে।(আদ-দিফা আন আরাদিয়াল মুসলিমীন আহাম্মু ফুরূজিল আ'ইয়ান)

২. শায়েখ শহীদ আবূ ইয়াহইয়া আল-লিবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

اتفق العلماء قاطبةً على أن العدو إذا داهم بلدةً من بلاد المسلمين وجب على أهلها قتالهم، فإن عجزوا أو قصَّروا وجب على مَن يليهم عونهم، وهكذا يتسع الأمر حتى ولو عمَّ الأرض كلها.
وهي مسألة معروفة مطروقة وكلام العلماء فيها شهيرٌ.

সকল আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন, যখন শত্রুরা কোনো মুসলিম দেশে আক্রমণ চালাবে তখন ঐ দেশের অধিবাসীদের উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে। তারা যদি অপারগ হয় অথবা অলসতা করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর সাহায্য করা আবশ্যক হবে। এভাবেই

আদেশটি বিস্তার লাভ করতে থাকবে এমনকি যদিও পুরো পৃথিবীব্যাপী ব্যাপকতা লাভ করে। এটি একটি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত মাসআলা। আর এ ব্যাপারে উলামাদের মতামতগুলোও সুবিদিত।(আল-জিহাদ ওয়া মা'রেকআতুস সুবহাত, পৃষ্ঠা:৩৫)

কেয়াস থেকে দলীল:

এক. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে কেয়াস।

কোনো মুসলমান যদি অন্যায়ভাবে অপর কোনো মুসলমানের সম্পদ গ্রহণ করে তার ব্যাপরে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي. قال صلى الله عليه وسلم (لا تعطه) قال أرأيت إن قاتلني, قال صلى الله عليه وسلم (فقاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال صلى الله عليه وسلم (فأنت شهيد) قال أرأيت إن قتلته, قال صلى الله عليه وسلم (هو فى النار) رواه مسلم.

আবু হুরায়রা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি যদি আমার মাল দখলের উদ্দেশ্যে আসে তাহলে আপনার মত কি?

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সমাল্লাম বললেন: তুমি তাকে দেবে না।

লোকটি বললো: সে যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে আপনি কি বলবেন?

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সমাল্লাম বললেন: তুমিও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

লোকটি বললো: সে যদি আমাকে হত্যা করে ফেলে সে ক্ষেত্রে আপনার মত কি হবে?

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সমাল্লাম বললেন: তাহলে তুমি শহীদ হবে।

লোকটি বললো: আর যদি আমি তাকে হত্যা করি তাহলে কি হবে?

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সমাল্লাম বললেন: সে জাহান্নামে যাবে।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নাম্বার-৩৭৭)

কেয়াস: উপরুক্ত হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সম্পদ রক্ষার্থে কিতাল করতে আদেশ করেছেন, যদিও কোনো মুসলমান এ কাজ করুক না কেন। সুতরাং কোনো কাফের যদি মুসলমানদের দ্বীনের উপর আঘাত করে, তাদের ভূমি দখল করে পবিত্রস্থানগুলোকে অপবিত্র করে, মুসলমানদেরকে হত্যা করে, মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায়, সে ক্ষেত্রে জিহাদের বিধান কি হতে পারে!!? এমতাবস্থায় যে আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করা মুসলিমদের উপর আবশ্যক এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

দুই. ফুকাহাগণের অভিমত থেকে কেয়াস।

কোনো মুসলমান যদি অপর মুসলমান ভাইকে অন্যায় ভাবে হত্যা করতে চায় তাহলে তার ব্যাপারে ইমাম জাস্সাস (রহঃ) বলেন:

لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله.

আমাদের এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত জানা নেই যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তরবারি

উত্তোলন করে তাহলে মুসলমানদের উপর আবশ্যক হয়ে যায় উদ্যত ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলা৷[আহকামুল কুরআন,খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৪২]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) বলেন:

وفى هذه الحالة- الصيال - إذا قتل الصائل فهو فى النار ولو كان مسلما وإذا قتل العادل فهو شهيد.

এমতাবস্থায় যদি আক্রমণকারী নিহত হয় তাহলে সে জাহান্নামে যাবে যদিও সে মুসলমান হয়৷ আর যদি আদেল [ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনকারী] নিহত হয় তাহলে সে শহীদ বলে বিবচিত হবে৷(আদ-দিফা,পৃষ্ঠা:৬)

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন:

إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج, فله أن يضربه وإن أتى على نفسه

যদি কোনো ব্যক্তি দিনে অথবা রাত্রিতে অন্য কোনো ব্যক্তির বাড়িতে অস্ত্রসহ প্রবেশ করে অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে বের হয়ে যেতে বলে কিন্তু সে বের হয়ে যায় না, তাহলে তার জন্য বৈধ রয়েছে উক্ত

ব্যক্তিকে আঘাত করা যদিও বা তাকে হত্যা করে ফেলে। [কিতাবুল উম, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:৩৩]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار.

সুন্নাহ ও ইজমার সমন্বয়ে প্রমাণিত, যদি আক্রমণকারী মুসলমানকে হত্যা করা ছাড়া প্রতিহত করা সম্ভবপর না হয় তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। যদিও যে মাল সে গ্রহণ করেছিল তা এক কিরাত [দিনারের সামান্য অংশ] পরিমাণ হয়।[মাজমুউল ফতওয়া, খন্ড:২৪, পৃষ্ঠা:৪৫]

কেয়াস: কোনো মুসলমান যদি অপর কোনো মুসলমানকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তাহলে ফুকাহাগণ উদ্যত ব্যক্তিকে হত্যা করতে আদেশ করেছেন। যদি অন্যায় ভাবে তার মাল লুট করে এবং বাধা

দিলেও বিরত না থাকে তাহলেও একই কথা বলেছেন, সুতরাং আক্রমণকারী যদি কাফের হয় আর আক্রমণটা যদি হয় দ্বীনের উপর, তারা যদি মুসলমানদের ভূমিতে আক্রমণ চালায়, তাদের মাল সম্পদ লুট করে, মা বোনদের উপর নির্যাতন করে, পবিত্রস্থানগুলো অপবিত্র করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে এ বিধান আরো কত কঠিন হতে পারে! এ ক্ষেত্রে যে তাদেরকে প্রতিরোধ করা মুসলমানদের উপর আবশ্যক এ ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

উপরুক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে এই উম্মাতের মুফাসসিরীন, ফুকাহা ও সকল মাজহাব-মাছলাক্ক এর ওলামায়ে-কেরামগণের ঐক্যমত হলো, কাফেররা যদি কোনো একটি মুসলিম ভূখন্ডে আগ্রাসন চালায় তখন সে ভুখন্ডের অধিবাসীদের উপর কিতাল ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি তারা শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে তাদের নিকটবর্তীদের উপর সাহায্য করা ওয়াজিব হয়। এভাবে বিধানটি ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে যদিও তা পুরো পৃথিবীকেই অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেনো মুসলিম উম্মাহকে সঠিক আমল করার তৌফিক দান করেন।